দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...02 JAN 2008...
পৃষ্ঠা · ৮ কলাম · ৪

এসএসসি ও এইচএসসি-তে পাসের হার বাড়াতে হলে

২০০৭ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের স্ব-স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী পরীক্ষায় যারা সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয়েছে শুধু তাদেরকেই চূড়ান্ত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে বলে শিক্ষাবোর্ডসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন।

দীর্ঘদিন পর কর্তৃপক্ষের এহেন নির্দেশ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বাস্তবায়ন করতে কিছুটা হিমশিম খেতে হলেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রধানত ফল ফলেছে দু'টি–

এক ॥ কিছু ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষকগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সুনাম অর্জনে তারা এবার অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

দুই ॥ একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য (নির্বাচনী পরীক্ষায়) পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও যারা এমন কাজ এবারও করেছেন তাদেরও আইন বাঁচাতে কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে এবার দু'বার নির্বাচনী পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।

ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বিষয়গুলোতে (অকৃতকার্য) পাস নম্বর দিয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র তৈরি করে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের পাস করিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অনিয়ম অবলম্বন করলেও কিছুটা নিয়মের আওতায় আসতে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকারি নতুন নিয়ম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত কতজন শিক্ষার্থীকে নির্বাচনী পরীক্ষায় এবার নির্বাচিত করা হলো সেটিও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

দেখা গেছে, কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খাতা-কলমে ও সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করতে গিয়ে শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষায় ৩০-৩৫ জন (নির্বাচিত করে) অ্যালাও করে চূড়ান্ত পরীক্ষায় (এসএসসি বা এইচএসসি) সেন্ট পারসেন্ট করে বাহবা অর্জন করছে। অথচ প্রকৃত হিসাবে বলতে গেলে এসব ক্ষেত্রে মূল অকৃতকার্য বা ফেলের হার কিন্তু দাঁড়ায় ৭০%। তাহলে শ্রেণীকক্ষে মূলত এমন পাঠদান কি সার্থক?

পাসের হার বাড়াতে হলে এবং শ্রেণীকক্ষের পাঠদান প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে আরো-যা করা উচিত বলে মনে করি তা হল–

এক ॥ যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

দুই ॥ এমএ পাস অনার্সসহ এমএ পাস যোগ্য ডিগ্রিধারী প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিন ॥ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

চার ॥ স্কুল, কলেজ, সকল ক্ষেত্রে এক শিক্ষক থেকে অপর শিক্ষকের বৈষম্যনীতি দূর করে বেতন স্কেলের ব্যবস্থা করতে হবে। সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেল দিতে হবে।

পাঁচ ॥ বেসরকারি কলেজসমূহে প্রভাষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রভাষকদের দু'বছর ও আটবছরের টাইম স্কেল চালু করতে হবে। উচ্চ ডিগ্রিধারীদের উচ্চ স্কেল দিতে হবে। ইনক্রিমেন্ট, বোনাস দিতে হবে, যাতে করে নিজ পেশাকে শিক্ষকরা আপন কাজ হিসাবে গ্রহণ করতে শেখে।

মো. রবিউল হোসেন,
সহকারী প্রধান শিক্ষক, চালিতাবাড়িয়া আর ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শার্শা, যশোর।